18 APR 2016

যুগান্তর

ঢাকার ১২ স্কুলপ্রধান ও সভাপতিকে তলব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, টিএন্ডটি উচ্চবিদ্যালয়, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইন্সটিটিউট, খিলগাঁও মডেল হাইস্কুল, ওয়েস্ট অ্যান্ড হাইস্কুল, মগবাজার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শেরেবাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, সরকারি ভর্তি নীতিমালা লংঘন করে বাড়তি ফি আদায়ের বিষয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা অসংখ্য অভিযোগ দায়ের করেছেন। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রমাণ পেয়েছে। সেজন্যই এসব স্কুল এবং স্কুল ও কলেজের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের ডাকা হয়েছে।

ঢাকার স্কুল এবং কলেজে ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়ে যুগান্তর গত ১৪ জানুয়ারি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন আমলে নিয়ে ওইদিনই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তথ্য দিতে মাউশিকে নির্দেশ দেন। দু'একদিনের মধ্যে ওই তথ্য দেয়ার কথা ছিল। ওদিকে মন্ত্রণালয় অপেক্ষা করে তথ্য না পেয়ে ১৭ জানুয়ারি অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধে অফিস আদেশ জারি করে। একই আদেশে ফি আদায়ের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে নির্দেশনা দেয়ার কথাও বলা হয়। অবশ্য তখন দু'সপ্তাহ পর জানুয়ারির শেষের দিকে প্রথম প্রতিবেদন দাখিল করে মাউশি। এরপর ২৮ ফেব্রুয়ারি মাউশি তাদের দ্বিতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে। ওইদিন শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিকালে যারা বেশি অর্থ নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাউশি একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সেটির আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এনিয়ে শিগগিরই পরবর্তী নির্দেশনা দেয়া হবে। এ বিষয়েও হাইকোর্টের নির্দেশনা আছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দ্বিতীয় প্রতিবেদনে মাউশি ঢাকা শহরের ১৩টি স্কুলের তথ্য দিয়েছে। মাউশির পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন জানান, এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাড়তি অর্থ নেয়ার অভিযোগ তদন্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় ও ব্যয়ের বিবরণী স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন, অনেকে ফি বাড়ানোর নানা যুক্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সরকারের নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া যা নেয়া হবে তা অবৈধ। সবাইকে নিয়ে এ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। তাই তারা এটা মানতে বাধ্য। তবে কারও কথা থাকলে সেটা আমাদের বলবেন। কিন্তু নিজে থেকে ফি বাড়াতে পারেন না তারা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ২৪ এপ্রিলের বৈঠকে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বাড়তি ফি নেয়ার কৈফিয়ত চাওয়া হবে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের ১৭ জানুয়ারির নির্দেশনা কে মান্য করেছে আর কে করেনি, তার প্রমাণ চাওয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য থাকলে অভিভাবকরা মাউশি বা ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমে বা প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ে ই-মেইলে জানাতে পারেন বলে ওই দুই কর্মকর্তা জানান। প্রসঙ্গত, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, এমপিওভুক্ত স্কুলে ৫ হাজার ও আংশিক এমপিওভুক্ত স্কুলে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তিকালে নেয়া যাবে। এর বেশি ভর্তি ফি নিতে পারে না। তবে ইংরেজি ভার্সনে ১০ হাজার টাকা নেয়া যাবে। কিন্তু তথাকথিত নামকরা স্কুল এ বিধান লংঘন করেছে।